বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৩" পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ সবুর খান, সভাপতি, ডিসিসিআই এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০১৩, সময়ঃ সকাল ১০ ঘটিকা, স্থান ঃ ঢাকা চেম্বার মিলনায়তন (৬ষ্ঠ তলা)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব দিলীপ বড়ুয়া, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
বিশেষ অতিথি ঃ

- জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
- জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন অবদুল্লাহ্, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ, মহাপরিচালক, বিএবি;
প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব গোলাম কিবরিয়া;
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ;
শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ;
উপস্থিত সুধীবৃন্দ;

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল;

"বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৩" উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উদ্‌যাপন উদ্দেশ্যে এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান ঢাকা চেম্বারের সাথে একত্রে করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষকরে উৎপাদন খাতের মনোন্নয়নে এ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে।

বিগত ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ৯ ই জুন "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস" হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল Accreditation : Facilitating World Trade - এ প্রতিপাদের মূল বিষয় হ'ল একটি দেশের ভিতরে এবং বাহিরে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সহজীকরনে এ্যাক্রেডিটেশন কি ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা। আমি মনে করি এদিক থেকে এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি চিহ্নিত করা খুবই সঠিক এবং সময়োপযোগী হয়েছে। আজকের এ গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ থেকে একটি বিশ্বমান সম্পন্ন উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যবস্থার দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, এ্যাক্রেডিটেশন হচ্ছে Third Party দ্বারা Conformity Assessment প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করা। সারা বিশ্বে বিভিন্ন Laboratory, Certificate

প্রদানকারী সংস্থা, Inspection সংস্থা, Training organization ইত্যাদিকে একই Accreditation পদ্ধতি ISO/IEC 17025 অনুসরণ করে Accreditation Certificate প্রদান করা হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে একই মানদন্ড অনুসরণ করে পরীক্ষাগারের জন্য এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। ISO 9001 QMS ও ISO/IEC 17025 ও এর অন্তর্ভূক্ত। Accreditation এর মাধ্যমে পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন পরীক্ষা চালনায় তাদের দক্ষতা, মানের উন্নয়ন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি দেশেই স্যাম্পল, পণ্য, সেবা, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা লোকবলের উপর কিছু কিছু ঐচ্ছিক এবং বাধ্যতামূলক টেকনিক্যাল রেগুলেশন, স্ট্যান্ডার্ডস, টেস্টিং, পরিদর্শন এবং সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপিত হচ্ছে। মানুষ এবং পরিবেশ এ দুটোর কোন রকম ক্ষতি যেন না হয়, সে ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্য সুষম অর্থনীতি যেমন জরুরী, তেমনি প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য ও জীবন-মানের সুষম উন্নয়নও জরুরী যার বাস্তবায়ন নির্ভর করে পণ্যের গুনগত মান ও সঠিক এ্যাক্রেডিটেশনের উপর। তবে এ ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্যনীয় যে এসব রেগুলেশন ও স্ট্যান্ডার্ডস যাতে কোন ভাবেই ব্যবসায়ের জন্য ব্যয়বহুল বা বোঝা স্বরূপ না হয়।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ;

Accreditation ব্যবস্থা রপ্তানিকৃত দেশে পণ্যের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক পণ্য বিদেশে বিশেষ করে ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের Technical Barrier to Trade (TBT) এর সম্মুখীন হতে হয় যা রপ্তানি সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। কাজেই বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের Accreditation সুবিধা না থাকলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে টিকে থাকা কঠিন হবে। এ সকল অন্তরায় দূরীকরণে Regulators দের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এ ধরনের Regulators এর ভূমিকা পালন করে।

আপনারা জানেন যে, Accreditation এর অভাবে এতদিন বাংলাদেশসহ উন্নয়শীল দেশগুলো বিশ্ব বাজারে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রাসরণ এবং এদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে এবং এসব অঞ্চলের রপ্তানি কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে। কাজেই উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতেও রপ্তানী বাণিজ্যে কাঙ্খিত সুবিধা ভোগ করার জন্য Accreditation এর উদ্যোগ জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে Bangladesh Accreditation Board (BAB) গঠন করা হয়েছে। এ বোর্ডের কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে Quality Assurance Infrastructure এবং Conformity Assessment Procedure প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অনেক পরীক্ষাগার যেমন BSTI, BCSIR, Fisheries Department, BUET, Atomic Energy Commission, Pathology Labs Square Hospital, ICDDRB ইত্যাদি সংস্থাগুলো পণ্যের মান টেস্টিং এর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।। পূর্বে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সনদ সংগ্রহ করার জন্য প্রতি বছর আমাদের দেশের প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয় হত। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইতোমধ্যে

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) গবেষণাগারের এ্যাক্রেডিটেশন বা মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ প্রদান করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। বিএবি এ ধরনের এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করায় বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির পাশাপাশি টেস্টিং খাতে শিল্পোদ্যোক্তাদের কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি বা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য গবেষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে। মর মাধ্যমে বাংলাদেশে বহুমুখী শিল্প পণ্য রপ্তানির সুযোগ নিয়ে দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে পারবে। আমি মনে করি বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশী পণ্যের প্রসার ঘটাতে শুধুমাত্র এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের ওযাগ্যতা অর্জন যথেষ্ট নয়, এর পাশাপাশি ইস্যুকৃত মান সনদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে আস্থা ধরে রাখতে হবে। এজন্য মান সনদ প্রদানকারী গবেষণাগারের গুনগতমানের বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা খুবই জরুরী।

Accredited Conformity Assessment শুধুমাত্র ব্যবসায়কে দক্ষ ও কার্যকরভাবে বিভিন্ন রেগুরেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড পালনে সাহায্য করে না; যেহেতু এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, সেহেতু Competitive Advantage তৈরির মাধ্যমে দেশের ভিতরে ও বাহিরে নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণেও সাহায্য করে। এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থার ফলে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও এক ধরনের আস্থা তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সকল দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রেই এ্যাক্রেডিটেড টেস্টিং, পরিদর্শন এবং সার্টিফিকেশন পূর্ব শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

সম্মানিত সূধী,

বিএবি'র মাধ্যমে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য, সেবা ও কর্মকান্ডের আন্তর্জাতিক মানের নিশ্চয়তা প্রদান আমাদের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক ব্যবসায় অংশীদারদের মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান সংক্রান্ত বিষয়ে আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সেই সাথে আন্তর্জতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের Competitveness বৃদ্ধিতে বিএবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম; এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে শুধু মাত্র একটি দিবস পালনের মাধ্যমে নয়; বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবসের মর্যাদাকে যাতে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেখতে পারি এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশীয় পণ্যের গুনগত মানের স্বীকৃতি যাতে অর্জন করা যায় আজকের এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সে প্রত্যয় ব্যক্ত করতে চাই।

বেসরকারীখাতের বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার এ বিষয়ে সব সময় সহযোগিতা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঢাকা চেম্বারে নিজস্ব ভবনে স্থাপিত DCCI Business Institute (DBI) দীর্ঘদিন থেকে পণ্য মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিবিআই এবং BAB এর মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে যাতে এ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করা যায়।

আমার বক্তৃতা আর দীর্ঘায়িত করব না। পরিশেষে Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর সার্বিক সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই
তারিখ ঃ ৯ ই জুন, ২০১৩